ইউনিট ১

উচ্চ শিক্ষা

[Higher Education]

ভূমিকা

সভ্য সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিভিন্ন পেশায় নেতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহু শতাব্দি যাবৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভর করে আসছে। ক্রম উন্নয়নশীল কারিগরি শিক্ষা এবং তার অনুষঙ্গী হিসেবে সমাজ কাঠামোর জটিলতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে উচ্চশিক্ষার পরিধি ও পরিসর সময়ের সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায় ও বাণিজ্য এবং শিল্প ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি ব্যবসায় শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক বিষয় সংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মান অনেক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাধারণ চিকিৎসার স্থলে বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং প্রাকৃতিক শক্তি জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সমারোহ সৃষ্টি করেছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই এইসব বিষয়ে প্রদত্ত শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কাজেই আধুনিক বিশ্বের উচ্চ শিক্ষাকে অবশ্যই অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ ধারায় এবং অধিক সংখ্যক ছাত্রদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলেতে হবে। এই ইউনিটকে তিনটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ - ১.১ উচ্চ শিক্ষার ধারণা
পাঠ - ১.২ উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ - ১.৩ উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলী ও তার প্রতিকার

পাঠ ১.১

উচ্চ শিক্ষার ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ উচ্চ শিক্ষার মূল ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিতে পারবেন;
- ❑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথক পর্যায় হিসাবে উচ্চ শিক্ষা

বাল্যকাল হতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা অনুসরণ করে অন্ততপক্ষে বারো বছর যাবত কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছে এবং বয়সের সাথে সাথে বুদ্ধিগত কার্যের ব্যাপারে যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ভাবীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ও সকল ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হবে- এরূপ তরুণ ছাত্রছাত্রীদের বর্ধিত জ্ঞান লাভের জন্য গভীর উদ্দেশ্য সম্বলিত যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তাকেই সাধারণ অর্থে উচ্চ শিক্ষা বলে।

আদর্শ অর্থে উচ্চ শিক্ষা বিদ্যাবর্ত্তার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। শিক্ষার্থী এখানে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক স্বাধীনতার সাথে কাজ করবে কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে এমন একটি পরিবেশ থাকবে, যে পরিবেশে শিক্ষক ও সহপাঠি শিক্ষার্থীদের সাথে তার সম্পর্ক মিথস্ক্রিয়াকারী হবে। মানুষের অতন্দ্র মনের মিলন কেন্দ্রের পরিবেশে চিন্তার ঐশ্বর্য সৃষ্টি হবে এবং সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ শিক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় নয়। শিক্ষক ও জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ পরবর্তী প্রজন্মের মঙ্গল কামনার্থে অনুশীলনী গবেষণায় যাতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, উচ্চতর শিক্ষায় তেমন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা কি?

কাজেই উচ্চ শিক্ষা বলতে এমন একটি পৃথক শিক্ষা স্তরের কথা চিন্তা করতে হবে, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে স্বতন্ত্র এবং এই পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেভাবে পরিচালনা করতে হবে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে যে পরিসীমা রক্ষা করা হচ্ছে তা যেন খুব একটা স্পষ্ট নয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ বিবেচনা করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা আবার উচ্চ শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজ শিক্ষার পর্যায় বলে গণ্য করা হচ্ছে। দশ বছর অধ্যয়নের পর যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাকে অতীতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা বলা হতো। যার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের যোগ্যতার কথা বোঝায়। পরবর্তীতে এই পরীক্ষার নাম দেওয়া হয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এবং বর্তমানে এর নাম এসএসসি। কিন্তু এসএসসি পাশ শিক্ষার্থী এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করার উপযোগী বয়সে পৌঁছায় না। ১৫ অথবা ১৬ বছর বয়সে সদ্য এসএসসি পাস করা কোন বালক-বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বিপুল পরিসরে প্রয়োজন মেটাবার মত যথেষ্ট পরিণত মানসিকতা অর্জন করে না। এসএসসি পাস করার পর দুই বছর ব্যাপি যে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স রয়েছে তা পাস করার পরেই সে যথাযথ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে

বলে মনোবৈজ্ঞানিকভাবে ধরে নেওয়া হয়। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল দেশেই অন্ততপক্ষে সতের থেকে ঊনিশ বছর বয়স না হলে বা কোন বিদ্যালয়ে বারো বছর অধ্যয়ন না করলে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও বর্তমানে এ ব্যবস্থা চালু আছে।

আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার বর্তমান ধারার প্রবর্তন হয় ইংরেজ আমলে এবং ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই উপমহাদেশে স্থাপিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অন্য দুইটির মধ্যে একটি মাদ্রাজে এবং অন্যটি বোম্বেতে স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তবর্তি এলাকার উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ছিল। স্যাডলার কমিশনের (১৯১৭-১৯) সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু ঢাকা শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এলাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। তখন অর্থাৎ, ১৯২১ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তার পরিসর ঢাকা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

গবেষক মুনতাসীর মামুন-এর মতে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর নওয়াব সলিমুল-াহ, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতা ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দাবি জানান। ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করা হয় তৎকালীন সরকারের পক্ষ হতে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আইন সভা, ১৯২০ সালে "দি ঢাকা ইউনির্ভাসিটি অ্যাক্ট নং ১৩, ১৯২০" পাশ করে। ১৯২১ সালে তিনটি অনুষদ, বারটি বিভাগ, ষাটজন শিক্ষক, আটশত সাতাত্তর জন শিক্ষার্থী এবং তিনটি আবাসিক হল নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র অনেকাংশে বর্জন করা হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠান এর আওতাধীনে এসে যায়। বলা বাহুল্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর নিয়ন্ত্রণও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চলে আসে এবং একমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো তৎকালীন ইষ্টবেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড ঢাকার অধীনে ন্যস্ত হয় এবং এই ব্যবস্থা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৬১ সালের এক অর্ডিন্যান্স বলে একাধিক বোর্ড স্থাপিত হয়। ঢাকা ছাড়া রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লায় আরও তিনটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে বিভাগওয়ারী এই বোর্ডগুলোর অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বোর্ডগুলির নাম দেওয়া হয় বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন। পরবর্তীতে বরিশাল ও সিলেট বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার পর উক্ত দুইটি বিভাগে দুইটি নতুন বোর্ড স্থাপিত হয় এবং এর পূর্বে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলাকে নিয়ে আরও একটি বোর্ড অর্থাৎ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড জন্ম লাভ করে। বর্তমানে এই সাতটি শিক্ষা বোর্ড দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই বোর্ডগুলিই সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর দায়দায়িত্ব বহন করছে। যার মধ্যে অছে পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, সংগঠন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়।

শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সালে স্থাপিত হলে রাজশাহী বিভাগের সকল কলেজ এবং সাবেক বরিশাল জেলা ছাড়া খুলনা বিভাগের সকল কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সকল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন নেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থেকে যায় ঢাকা বিভাগের ও সাবেক বরিশাল জেলার কলেজগুলো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্থাপিত হওয়ায় এর অধীনে কোন কলেজ দেওয়া হয় নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়া ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরপর দেশের সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সীমানায় শান্তিডাঙ্গায়, যার নামকরণ করা হয় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়। অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় সিলেটে এবং নামকরণ করা হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খুলনার গল্লামারীতে দেশের নবম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্বই দশকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে চলে আসে। ফলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক চরিত্র লাভ করে এবং এদের অধিভুক্তি ক্ষমতা লোপ পায়। এদের অধীনে আর কোন কলেজই থাকল না। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এক হাজারেরও বেশি ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ আছে। এর মধ্যে অনার্স ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজের সংখ্যা ১৪০টি, মাস্টার্স (১ম পর্ব) কোর্স প্রদানকারী কলেজের সংখ্যা ৭২টি এবং মাস্টার্স (শেষ পর্ব) কোর্স প্রদানকারী কলেজের সংখ্যা প্রায় ৭৩টি। তাছাড়া ৬০টি আইন কলেজ এবং ৬০টিরও বেশি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্তি লাভ করেছে। অন্যদিকে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চকে এবং গাজীপুরের কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

একটি উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কমিশনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশনের অবদানকে অধিক ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী করে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের জন্য অব্যাহত দায়িত্ব পালন করছে এবং ক্রমাগত পর্যালোচনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাসম্পন্ন আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তৎপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?
   ক. ১৮০০
   খ. ১৮৫৭
   গ. ১৮৮২
   ঘ. ১৯২১

২. কোন কমিশন/কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. হান্টার কমিশন
   খ. হার্টগ কমিটি
   গ. সার্জেন্ট কমিটি
   ঘ. স্যাডলার কমিশন

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় কতটি কলেজ মাস্টার্স ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব কোর্স প্রদান করে?
   ক. ৭২
   খ. ১১০
   গ. ১৪০
   ঘ. ১০৫৬

৪. কত সালের অর্ডিন্যান্স বলে একাধিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়?
   ক. ১৯২১
   খ. ১৯৪৭
   গ. ১৯৬১
   ঘ. ১৯৭২

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা কাকে বলে বর্ণনা করুন?

২. উচ্চ শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত কেন - ব্যাখ্যা করুন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কি - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার বর্তমান ধারা প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

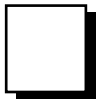

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ।

পাঠ ১.২ উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য কি তার বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের মেরুদন্ড স্বরূপ। জাতীয় লক্ষ্য, নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার অভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়ন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত যে সমস্ত পরিসংখ্যানিক তথ্য পাওয়া যায় তা অবিন্যস্ত, সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়।

২. শিক্ষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধ্যান-ধারণা খুবই সীমিত এবং তাছাড়া শিক্ষা পরিকল্পনা ক্ষেত্রে খুব বেশি বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না।

৩. শিক্ষা পরিকল্পনা ক্ষেত্রে হাল নাগাদ জ্ঞান এবং কলা, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির উপর যে জ্ঞান প্রয়োজন এককভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা আহরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই এ সকল কাজের দায়িত্ব কোন একটি বিশেষজ্ঞ টীমকে নিতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ ধরনের টীম-ওয়ার্ক এখনও সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠেনি। তাছাড়া দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে এখনও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৪. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সীমিত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের ফলে তারাও উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন না। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা নিম্নবর্ণিত কারণের ফলে উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনায় যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং কোন মূল্যবান অবদান রাখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

   - শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকারের মনোভাব ততটা নমনীয় নয়।
   - শিক্ষার পরিকল্পনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোন ভূমিকা থাকে না।
   - সামাজিক উন্নয়নের তিন প্রধান শত্রু রোগ-ব্যধি, দারিদ্র, অজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে সেখানে উন্নয়নের ধারা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শিক্ষা উন্নয়নের কর্মসূচি দারুণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
   - সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায় ফলে জনগণের আস্থা হারাতে থাকে।

৫. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সীমিত সম্পদের কারণে বিভিন্ন সময়ে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয় যে, কোন কাজটি কখন করতে হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণও ভিন্নতর হয়ে যায়।

৬. উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনাকে সাধারণ শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে ভিন্নতর করা যাবে না। এই দুটো পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। যে কোন পরিকল্পনার সাফল্য সে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং মানব সম্পদের কাছে বিশেষ করে সরকার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রশাসকদের তার গ্রহণ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে –

- ব্যক্তির বিকাশে এবং সমাজ ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাই প্রধান অবলম্বন।
- মানুষকে কেবল তথ্যের ভান্ডারে পরিণত করা বা তার জ্ঞানস্পৃহা প্রবল করাই উচ্চশিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়। মানুষের চিত্তকে নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক করার জন্যও উচ্চশিক্ষার ভূমিকা খুব স্পষ্ট। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে মানুষ যে উপলব্ধিতে পৌঁছে বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাকে নির্বিকার চিত্তে প্রকাশ করার শক্তি যোগায় উচ্চশিক্ষা।
- মানুষকে যথার্থ অর্থে সংস্কৃতিবান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করার প্রতি উচ্চ শিক্ষার সচেতন ও সতর্ক লক্ষ্য থাকে। দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সুদীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীর আচরণ, কর্ম-তৎপরতা, জীবনযাপন, বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সংস্কৃতিকে নিজের মনে সংগঠিত করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে চর্চা করতে মানুষকে সাহায্য করে উচ্চশিক্ষা।
- পরীক্ষা ও বিশে- ষণের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যময় দিক উন্মোচন করার সাধনা ও প্রকৃতির উদঘাটিত শক্তির ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচেষ্টাই সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রধান শর্ত। কেবল উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই এই শর্ত পূরণ করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব।
- উচ্চশিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে, কিন্তু তথ্য ভারাক্রান্ত করে রাখে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে আত্মস্থ করাই উচ্চ শিক্ষিত মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারলে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। বিদ্যা কেবল নির্জীব তথ্যের সমষ্টি নয়, কল্পনার সাহায্যে যথোচিত ব্যবহার করে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নানারকম তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কল্পনা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো এবং কল্পনার সাহায্যে জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগ করার নানা পন্থা অনুসন্ধান করা উচ্চ শিক্ষিত মানুষের বৈশিষ্ট্য।
- কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মানুষকে সে বিষয়ে দক্ষতা দান করে। সম্পদ, সময়, শ্রম ও মেধার অপচয় না ঘটিয়ে এবং এগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের সাহায্যে পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে সাহায্য করে পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা।
- দেশবাসীর কর্মদক্ষতা জাতির সর্বশেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের যথোচিত ব্যবহার করতে না পারার ফলে জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত না হয়ে বরং ভার বলে পরিগণিত হয়। উপযুক্ত নেতৃত্বের সাহায্যে মানুষের কর্মদক্ষতা যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। আবার বিভিন্ন পেশাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া কারো পক্ষে এই নেতৃত্ব অর্জন করা অসম্ভব।
- উপযুক্ত নেতৃত্ব ব্যতিরেকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোচন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা যথোচিত নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে তা দূর করার লক্ষ্যে নেতৃত্বদানের মানুষ তৈরির জন্য পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য।

- উচ্চশিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে নিরলস কর্মাভ্যাস, নিরবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্পৃহা, সক্রিয় উদ্যোগ, সততা, ন্যায়বোধ, স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনেতা এবং তার সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন শিক্ষা কমিশন বা কমিটির সুপারিশের আলোকে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

ক. ১৯৫৯ সালের তৎকালীন পাকিস্তান ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট
খ. ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
গ. ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন
ঘ. ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

২. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কারণ কি?

ক. নিরক্ষরতা, সম্পদ ও দিক নির্দেশনার অভাব
খ. জাতীয় লক্ষ্য, নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার অভাব
গ. জাতীয় লক্ষ্য, সীমিত সম্পদ ও দরিদ্রতা
ঘ. বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনা ও সম্পদের অভাব

৩. শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না কেন?

ক. শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়টি সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে
খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কেন্দ্র থেকে দূরে থাকে বলে
গ. উচ্চশিক্ষা কর্তৃপক্ষ কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখতে পারেন না
ঘ. সীমিত সম্পদের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা রাখার কোন সুযোগ থাকে না

৪. সামাজিক উন্নয়নের প্রধান শত্রু কোনগুলো?

ক. নিরক্ষরতা, সীমিত সম্পদ, নানারকম ব্যাধি
খ. দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব
গ. নিরক্ষতা, জনবিস্ফোরণ ও সম্পদের অভাব
ঘ. রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র, অজ্ঞতা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উচ্চ শিক্ষার তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার পাঁচটি উদ্দেশ্য উলে- খ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আলোচনা করুন।

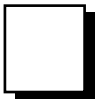

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ।

পাঠ ১.৩ উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলী ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ উচ্চ শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলীর প্রতিকারের উপায়ের বিবরণ দিতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলী ও কিছু সুপারিশ

আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা আজ প্রবল সংকটের সম্মুখীন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সম্পর্ক ক্ষীণ বললেও অতুক্তি হবে না। এর প্রধান উদ্দেশ্য যেন চাকুরীজীবী তৈরি করা এবং শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়া। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ যেখানে নিরক্ষর সেখানে মুষ্টিমেয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের প্রধান ধারার সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কিত হলে সামাজিক বিবর্তনে অবদান রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে সমস্যা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিরাম ছাত্র অসন্তোষের ফলে পড়াশোনা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলের সংঘর্ষ নিত্য নৈমত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু সমাপন ও প্রসারের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে মতানৈক্য, দলাদলি ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু গ্রহণ ও প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করেই নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চালু কলেজগুলো সম্প্রসারণ হচ্ছে এবং হয়েছে। অপরিকল্পিত এরূপ সম্প্রসারণে ফল হয়েছে উন্নত মান অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি। উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নে বা সামাজিক অগ্রগতিতে এরা কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

অন্যদিকে কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় কলেজের সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার কোন কিছুই বৃদ্ধি পায়নি। তাছাড়া শিক্ষকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কম। অর্থাৎ শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা মোটেই বৃদ্ধি পায়নি বললেই চলে। কাজেই অল্পসংখ্যক শিক্ষকের পক্ষে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থা সরকারি ও বেসরকারি সকল কলেজের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার মান কোনক্রমেই সন্তোষজনক হতে পারেনা।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা

অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নানা কারণে সন্তোষজনক না হওয়ায় পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে উচ্চ শিক্ষায় গুণগত মান উন্নয়নে প্রবল বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। স্নাতক (পাস), স্নাতক (অনার্স), স্নাতকোত্তর পর্যায়েও বিভিন্ন পরীক্ষায় অবাধে নকল করা প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উপরন্তু, স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিু, যা প্রতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়। এই শিক্ষা সামাজিক চাহিদার

সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস করার পর তারা কোন কাজ না পাওয়ার ফলে অনোন্যপায় হয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমায়। তারা অধিকাংশই কলা বিভাগের শিক্ষার্থী। সাধারণত পৃথিবীর বিত্তশালী ও উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের ঘটনা তেমন একটা ঘটে না। সেই দেশগুলোতে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায় যা তাঁদের রাষ্ট্রীয় নীতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাই আমাদের দেশে বেকার সমস্যা প্রকট হওয়ার ফলে এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরা অনেকটা বাধ্য হয়ে এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে কলেজগুলোতে ভিড় জমায়। এরফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অনেক নিচুমানের কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এবং প্রতিষ্ঠিত পুরাতন কলেজগুলোতেও শিক্ষার্থীদের প্রচন্ড ভিড়ের ফলে উচ্চ শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটায় প্রতীয়মান হয়ে যে আমাদের উচ্চশিক্ষা নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ, ফলে এর পূনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কাজেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের যথাযথ ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বিধায় নিম্নেবর্ণিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স সংযোজন

উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হলেও এখন পর্যন্ত তা উচ্চ শিক্ষার অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কলেজ হিসাবে এখন পর্যন্ত অভিহিত করা হয়। কাজেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ কথা সত্য যে, দেশে সকল উচ্চ বিদ্যালয় এই মুহূর্ত থেকে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে দেশে অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কোর্স প্রবর্তন করা সম্ভব। দেশের ক্যাডেট কলেজ, আবাসিক মডেল স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এবং আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ক্রমে আরো বেশি সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সে সকল কলেজে কেবল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান করা হয় ঐসব প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স শিক্ষাদানের দায়িত্ব উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের উপর অর্পিত হলে কলেজে কেবল স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। কলেজ শিক্ষকগণ তখন কেবল উচ্চ শিক্ষার পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। এতে তাঁদের শিক্ষাদানের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে।

আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (অনার্স) কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হার প্রায় একশত। অন্যদিকে স্নাতক (পাস) কোর্সে শতকরা ত্রিশজনের বেশি শিক্ষার্থী পাস করে না। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ের পাঠক্রম আয়ত্ত করতে না পারাও শিক্ষার্থীদের ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ। তাছাড়া পাস কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিয়োগ, উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্নাতক (অনার্স) কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পায়। আমাদের মধ্যে

এরকম ধারণা হয়ে গেছে যে স্নাতক (পাস) কোর্সের শিক্ষার্থীদের মান নিম্ন পর্যায়ের। ফলে পাস কোর্সের ডিগ্রিধারীরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানে অনার্স পাঠরত শিক্ষার্থীদের সাবসিডিয়ারী বিষয়সমূহে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এসব বিষয়ে কেবল পাস নম্বর পেলেও অনার্সে খুব ভাল ফল করা সম্ভব। এ ব্যবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি অনেকটা কমে যাবে। কাজেই স্নাতক পর্যায়ে পাঠ্য তিনটি বিষয়ের উপরই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া স্নাতক ডিগ্রিকে একটি প্রান্তিক ডিগ্রি বলে গণ্য করা উচিত। স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীগণ নিজ যোগ্যতা, প্রবণতা, আগ্রহ ও রুচি অনুসারে নিজেদের পেশা বেছে নিবে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই পেশার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের সমস্যা

তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রি (পাস) কোর্স প্রবর্তিত হলে নানাবিধ কারণে শিক্ষার মানের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কলেজগুলোর বর্তমান অবস্থা এই কোর্স প্রবর্তনের অনুকূল নয়। বিশেষ করে, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রম বৃদ্ধি পাবে, তখন বর্তমান কর্মরত শিক্ষকদের সাহায্যে শিক্ষাদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই এই কোর্স প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলেজগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা যাতে আনুপাতিক হারে সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর

দেশে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আবেদন করে থাকে। উচ্চ শিক্ষার মেয়াদ ও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী এই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আসন সংখ্যার স্বল্পতার কারণে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষা লাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এইসব প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবার ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে দেশে আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে, সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আশা করা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হবে এবং এগুলোর আয়ত্তাধীন কোন কলেজ থাকবে না অর্থাৎ এদের কোন অধিভুক্তির ক্ষমতা থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং সেগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এগুলোও তাদের নিজেদের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান করবে। শিক্ষক নিয়োগ এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভাগ খুলতে পারবে। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের পর তারা উচ্চতর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগ দিবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র অসন্তোষের প্রধান কারণ কোনটি?
   ক. রাজনৈতিক দলের প্রভাব
   খ. পাস করার পর বেকার সমস্যা
   গ. শিক্ষকের স্বল্পতাহেতু নিয়মিত ক্লাস না হওয়া
   ঘ. কলেজে ভৌতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব

২. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির ভিড় পরিলক্ষিত হয় কেন?
   ক. তাঁদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের অতি আগ্রহ
   খ. উচ্চ শিক্ষার বিকল্প কোন কিছু খুঁজে না পাওয়া
   গ. এইচএসসি পাস করার পর আত্ম-কর্মসংস্থানে অনীহা
   ঘ. এইচএসসি পাস করার পর কোন পেশায় নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকা

৩. যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না কেন?
   ক. পরীক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারে না
   খ. অনেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলাদলির শিকার হয়
   গ. অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত
   ঘ. এতো পরীক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি মূল সমস্যার উল্লেখ করুন।

২. উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে পাঁচটি সুপারিশ পেশ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন এবং তা প্রতিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। খ ২। ঘ ৩। গ।